

## ৫৫ - سورة الرحمن 'مَدَنِيَّة' সূরা ৫৫ : আর রাহমান, মাদানী

(আয়াত ৭৮, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ৭৮ 'رُكُوعَاتُهَا : ৩)

মِنْ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক (ইব্ন মাসউদকে) বলে :

‘مَاءٌ غَيْرِ آسِنٍ’ এর মধ্যে ‘آسِنٍ’ হবে নাকি ‘أَسِنٍ’ হবে?’ তখন তাকে জবাবে বলেন : ‘তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআনই পাঠ করেছ?’ সে উত্তর দেয় : ‘আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়ে থাকি।’ তিনি তখন বলেন : ‘এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে যে, কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয়তো এভাবেই কুরআনও পাঠ করে থাক! আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুফাসসালের প্রাথমিক সূরাগুলির কোন দু’টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন তা আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম সূরা হল এই সূরা আর রাহমান।’ (আহমাদ ১/৪১২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সূরা আর-রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন : ‘আমি জিনের রাতে এ সূরাটি তাদের কাছে পাঠ করেছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল। যখনই আমি ‘فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ’ এই আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছে :

لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُسْخَرُكَ فَلْيَكِ الْحَمْدُ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার অনুগ্রহসমূহের কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করিনা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। (তিরমিযী ৯/১৭৭, গারীব, হাকিম ২/৪৭৩)

এই রিওয়ায়াতটিই তাফসীর ইব্ন জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন অথবা তাঁর সামনে এটা পাঠ করা হয়েছিল। ঐ সময় সাহাবীগণকে নীরব থাকতে দেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। আর জিনদের উত্তরের শব্দগুলি নিম্নরূপ ছিল :

لَا بَشِيْءٌ مِّنْ نَّعَمِ رَبِّنَا تُكْذِبُ

‘আমাদের রবের এমন কোন নি‘আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।’ হাফিয বাযযারও (রহঃ) উপরোক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (তাবারী ২৩/২৩, কাস্ফ আল আসতার ৩/৭৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। দয়াময় আল্লাহ!	১. الرَّحْمَنُ
২। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।	২. عَلَّمَ الْقُرْآنَ
৩। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।	৩. خَلَقَ الْإِنْسَانَ
৪। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।	৪. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
৫। সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।	৫. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ
৬। তারকা ও বৃক্ষ উভয়ে (আল্লাহকে) সাজদাহ করে।	৬. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
৭। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড -	৭. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
৮। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।	৮. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
৯। ওয়নের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওয়নে কম দিওনা।	৯. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।	১০. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
১১। এতে রয়েছে ফল-মূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত -	১১. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।	১২. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
১৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	১৩. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### আল্লাহই কুরআন নাখিল করেছেন এবং এর পঠন সহজ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও কাওমে ওর মুখস্তকরণ খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। এটা হাসানের (রহঃ) উক্তি। আর যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, بَيَان দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কথা বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ এর সাথে সাথেই কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক অক্ষরকে ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে থাকে। তা কণ্ঠ হতে বের হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক।

### পৃথিবী, আকাশ, চাঁদ, সূর্য সবই আল্লাহর নির্দশন

আল্লাহ সুবহানাহ বলেন : وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ : সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে না আছে টক্কর এবং না আছে কোন অস্থিরতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪০) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মোচকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬) আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, شَجَرٌ বলা হয় ঐ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি আছে। কিন্তু نَجْمٌ এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, গুঁড়িবিহীন লতা গাছকে نَجْمٌ বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং সুফিয়ান শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, نَجْمٌ হল ঐ তারকা যা আকাশে রয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২৩/১২) এ উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান, যদিও প্রথম উক্তিটিকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটিও দ্বিতীয় উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে - সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ। যেমন তিনি বলেছেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের সাথে থাকে। তাই তিনি বলেন : وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিওনা। অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে। কম-বেশি করবেনা। অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশি নিবে এবং দেয়ার সময় কম দিবে এরূপ করনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাণ্ডায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৫) এর পর তিনি বলেন :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর পৃথিবীকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবূত পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের মত করে গেড়ে দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না করে। আর তাতে যে সব সৃষ্টজীব বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। হে মানুষ! তোমরা যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও

অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার পরিমাপ করে নাও। সাথে সাথে যমীনের উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখ। এতে রং বেরংয়ের টক-মিষ্টি ফল, নানা প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল। বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ এবং যা রোপন হওয়ার পর হতে শুকনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং এর পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল। ওর উপর খোসা থাকে যা ভেদ করে ওটা বের হয়ে আসে। অতঃপর ওটা হয় কাদার মত, এরপর হয় রসাল এবং এরপর পেকে খাবার যোগ্য হয়। এটা খুবই উপকারী, আর এর গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর।

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : **عَصْف** এর অর্থ হল ঐ সবুজ পাতা যাকে কান্ড হতে কেটে দেয়া হয় এবং শুকিয়ে যায়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবু মালিক (রহঃ) বলেন যে, 'আসাফ' এর অর্থ হল খড়-কুটা। (তাবারী ২৩/১৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, **رَيْحَان** এর অর্থ হল সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে গাছের দ্রাণযুক্ত সুমিষ্টি পাতা। (বাগাভী ৪/২৬৮) ভাবার্থ এই যে, গম, যব ইত্যাদির ঐ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা ওগুলির গাছের উপর জড়িয়ে থাকে।

## মানব জাতিকে ঘিরে আল্লাহর অনুগ্রহ ছড়িয়ে রয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন : **فَبَإِيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ** অতএব তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও মানব) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অর্থাৎ হে দানব ও মানব! তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নি'আমাতরাজির মধ্যে ডুবে রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন নি'আমাতকেই অস্বীকার করতে পারনা। এ জন্যইতো মু'মিন জিনেরা এ কথা শোনামাত্রই উত্তরে বলেছিল :

**اللَّهُمَّ وَلَا بَشِيءَ مِّنَ الْآلَاءِ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ**

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/২৩)

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে -	<p>১৪. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ</p>
১৫। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে।	<p>১৫. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ</p>
১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	<p>১৬. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ</p>
১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।	<p>১৭. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ</p>
১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	<p>১৮. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ</p>
১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়,	<p>১৯. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ</p>
২০। কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা।	<p>২০. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ</p>
২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	<p>২১. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ</p>
২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।	<p>২২. تَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ</p>

	وَالْمَرْجَاتُ
২৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	۲۳. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
২৪। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত সদৃশ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।	۲۴. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ
২৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	۲۵. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন : তিনি মানুষকে শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যে মাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/২৭) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে (আঃ) ঐ মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদেরকে করা হয়েছে।’ (আহমাদ ৬/১৬৮, মুসলিম ৪/২২৯৪)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কোন নি‘আমাতকে অস্বীকার না করার হিদায়াত দান করেন।

### আল্লাহই হচ্ছেন দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রাব

এরপর তিনি বলেন : رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :



## فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪০) গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দু'টি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত হওয়ারও দু'টি পৃথক জায়গা। ওখান হতে সূর্য উপরে উঠে ও নীচে নেমে আসে। ঋতুর পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ৯) উদয় ও অস্তের দু'টি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ রয়েছে বলে আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন : 'হে মানব ও জিন জাতি! তোমরা তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

## আল্লাহই বিভিন্ন স্বাদের পানি সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ তাঁর ক্ষমতার দৃশ্য অবলোকন কর যে, দু'টি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। একটির পানি লবণাক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্টি। কিন্তু না ওর পানি এর পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে মিষ্টি করতে পারে! বরং দু'টিই নিজ নিজ গতি পথে চলছে! উভয়ের মধ্যে এক অন্তরায় রয়েছে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান এ দুটোর মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ দুটোর পানিই মিলিতভাবে রয়েছে। সূরা ফুরকানের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান. ২৫ : ৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন : **يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ** (উভয় হতে

উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল) মুক্তার অর্থতো সবারই জানা, আর **مَرْجَانُ** ‘মারযান’ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবু রুজাইন (রহঃ), যাহ্বাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা হল ছোট ছোট মুক্তার সমাহার। আলীও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৩, কুরতুবী ১৭/১৬৩) সালাফগণের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল অতি উজ্জ্বল বড় বড় মুক্তা। (তাবারী ২৩/৩৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের ঝিনুকের মুখে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। (তাবারী ২৩/৩৫) এ বর্ণনাটির বর্ণনাধারাও সহীহ। তাই এই নি‘আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর আবার বলেন : তোমাদের যে রবের এসব অসংখ্য নি‘আমাত তোমাদের উপর রয়েছে তাঁর কোন নি‘আমাতকে তোমরা অস্বীকার করবে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

**وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ** সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলি হাজার হাজার মণ মাল এবং শত শত মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা‘আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় বলেন : এখন বল তো, তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?

২৬। ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর,	২৬. <b>كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ</b>
২৭। অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।	২৭. <b>وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ</b>
২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	২৮. <b>فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ</b>
২৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর	২৯. <b>يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ</b>

নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।	وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
৩০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	۳۰. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অভাবমুক্ত

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলুকই ধ্বংসশীল। এমন একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবেনা। প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ যাকে চاہেন সেটা ভিন্ন কথা। শুধু আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু‘আগুলির মধ্যে একটি দু‘আ নিম্নরূপও রয়েছে :

يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكُنْ لَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةً عَيْنٍ

‘হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আমরা আপনার করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক করে দিন! চোখের পলক পরার সময়টুকুও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে সমর্পণ করবেননা এবং আপনার সৃষ্টির কারও কাছেও নয়।’

শা‘বী (রহঃ) বলেন : ‘যখন তুমি كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ করবে তখন সাথে সাথে وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এটাও পড়ে নিও।’ (দুররুল মানসুর ৭/৬৯৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই :

## كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার প্রশংসায় বলেন : 'তিনি মহিমময় ও মহানুভব।' অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। তিনি এই অধিকার রাখেন যে, তাঁর উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। (সূরা কাহফ, ১৮ : ২৮) আর যেমন তিনি দান-খাইরাতকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেন :

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِهِ اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহ্ব্য দান করি। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৯)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর অর্থ হল তিনি শ্রেষ্ঠ ও আড়ম্বরপূর্ণ। (তাবারী ২৩/৮৬)

সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, এরপর তাদেরকে আখিরাতে মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তা'আলা পুনরায় বলেন : হে দানব ও মানব! সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলুক তাঁরই মুখাপেক্ষী। ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, তাঁর দয়ার ভিখারী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি দান করেন। যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা প্রদান করেন। বিপদগ্রস্তদেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা। (তাবারী ২৩/৩৯)

৩১। হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্র তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব।	৩১. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ
৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৩২. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৩। হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে।	৩৩. يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ
৩৪। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৩৪. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।	৩৫. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৩৬. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### জিন ও মানব জাতির প্রতি সতর্ক বাণী

ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, سَنَفْرُغُ لَكُمْ দ্বারা ‘আমি তোমাদের বিচার করব’ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। এখন সঠিকভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। ইমাম বুখারীর (রহঃ)

মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘এখন আল্লাহ তা’আলাকে আর কোন কিছুই মশগুল করবেনা, বরং তিনি শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৭) আরাবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী এ কথা বলা হয়েছে। যেমন ক্রোধের সময় কেহ কেহকে বলে : ‘আমি তোমাকে দেখে নিচ্ছি।’ এখানে এ অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছে : একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে দেখে নিব।

ثَقَلَيْنِ দ্বারা মানব ও দানবকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে : يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ (কাবরে শায়িত ব্যক্তির চীৎকারের শব্দ) প্রত্যেক জিনিসই শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত। (ফাতহুল বারী ৩/২৪৪) অন্য রিওয়াযাতে আছে : الْإِنْسُ وَالْجِنُّ মানুষ ও জিন ছাড়া। মহান আল্লাহ আবারও বলেন : সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা’আলার হুকুম এবং তাঁর নির্ধারণকৃত তাকদীর হতে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা, বরং তিনি তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তাঁর হুকুম তোমাদের উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তাঁরই রাজত্ব। এটা সত্যি সত্যিই ঘটবে হাশরের মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলুককে মালাইকা চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন। চতুঃপার্শ্বে তাদের সাতটি করে সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর হুকুম ছাড়া এদিক ওদিক যেতে পারবেনা। আল্লাহ তা’আলা কুরআন কারীমে বলেন :

يَقُولُ الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১০-১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ط كَانَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর

শান্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্ত কাল থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاْطٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, شَوْاْطٌ শব্দের অর্থ হল অগ্নিশিখা যা পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে দেয়। আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল ধূম্রবিহীন অগ্নির উপরের শিখা যা ধূম্রের নিচের অংশ।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : وَنُحَاسٌ এর অর্থ হচ্ছে ধূম্র। আবু সালিহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবু সীনাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আরাবরা সাধারণতঃ আগুনের ধূয়াকে 'নুহাস' এবং 'নিহাস' বলত। তিনি এও বলেন, কুরআনের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতাংশের উচ্চারণ হবে 'নুহাস'। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَنُحَاسٌ দ্বারা ঐ গলানো তামা বুঝানো হয়েছে যা তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে। (তাবারী ২৩২/৪৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মোট কথা, ভাবার্থ হচ্ছে : যদি তোমরা কিয়ামাতের দিন হাশরের মাইদান হতে পালানোর ইচ্ছা কর তাহলে মালাইকা ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধূম্র ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত তামা ঢেলে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে কিংবা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি'আমাতকে অস্বীকার করা তোমাদের মোটেই উচিত নয়।

৩৭। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেইদিন ওটা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে;

۳۷. فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৩৮. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৯। সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে।	৩৯. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ
৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৪০. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪১। অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।	৪১. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ
৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৪২. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪৩। এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।	৪৩. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
৪৪। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।	৪৪. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ



৪৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে  
তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ  
অস্বীকার করবে?

٤٥. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। এটা অন্যান্য আয়াতগুলিতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি :

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ১৬)  
অন্যত্র বলেন :

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَتُزَلَّ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে।  
(সূরা ফুরকান. ২৫ : ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

إِذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّتْ وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর  
ওকে তদুপযোগী করা হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১-২) সোনা-রূপা  
ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন  
আকাশ লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ধারণ করবে। এটা হবে  
কিয়ামাত দিবসের কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ  
সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে। যেমন  
অন্য আয়াতে রয়েছে :

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্বুর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয়র পেশ  
করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৩৫-৩৬) আবার অন্য  
আয়াতে তাদের কথা বলা, ওয়র পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও  
বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে :

## فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন প্রশ্ন করা হবে, হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং ওয়র-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা কি করেছে। (তাবারী ২৩/৫২) এর পরেই রয়েছে :

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুখ হবে কালো ও মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট। (তাবারী ২৩/৫২) অপর পক্ষে মু'মিনদের চেহারা হবে মর্যাদামণ্ডিত। তাদের উয়ূর অঙ্গগুলি চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জাহান্নামীদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), বলেছেন : যেভাবে বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হয় তদ্রূপ তাদের গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দুররুল মানসুর ৭/৭০৪) ঐ পাপী ও অপরাধীদেরকে বলা হবে :

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছ। এ কথা তাদেরকে বলা হবে লাঞ্চিত ও অপমানিত করার জন্য এবং তাদেরকে হেয় করার জন্য। অতঃপর তাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, কখনও তাদের আগুনের শাস্তি হচ্ছে, কখনও গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্রের মত শুধু অগ্নি, যা নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ (৭২) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي

النَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭১-৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হবে তাপমাত্রার সর্বোচ্চ উত্তাপ যা সবকিছু পুড়ে ধ্বংস করে ফেলে। (তাবারী ২৩/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৪, ৫৫, কুরতুবী ১৭/১৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত ওটা গরম করা হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার ঝুঁটি ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। শুধু দুই চোখ ও অস্থির কাঠামো রয়ে যাবে। এটাকেই বলা হয়েছে :

فِي الْحَمِيمِ تُمَرُّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭২) অন্য আয়াতে রয়েছে :

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ৫) যা কখনও পান করা যাবেনা। কেননা ওটা আগুনের মত সীমাহীন গরম। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে :

غَيْرَ نَظِيرِينَ إِنَّهُ

আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩) এখানে এর দ্বারা খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পাপীদের শাস্তি এবং সৎ আমলকারীদের পুরস্কার এবং আল্লাহর ফাযল, রাহমাত, ইনসাফ ও স্নেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শির্ক ও অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তাঁর নি'আমাত। সেই হেতু আবারও তিনি প্রশ্ন করেন : সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৬। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।	<p>٤٦. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ</p>
৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্	<p>٤٧. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا</p>

অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	تُكَذِّبَانِ
৪৮। উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।	٤٨. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٩. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ;	٥٠. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥١. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫২। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়।	٥٢. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
৫৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٣. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জান্নাতে আনন্দোল্লাস

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে। ইহা হল বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া।

### وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪০) তারা কু-কর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহীই হবেনা এবং পার্থিব জীবনের কোন বিষয়কেই প্রাধান্য দিবেনা। যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে, হঠকারিতা করেনা, পার্থিব জীবনের পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই

বেশি করে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফার্ব্য কাজগুলি সম্পাদন করে এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামাতের দিন তাকে দু'টি জান্নাত দান করা হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দু’টি জান্নাত রূপার হবে এবং ওর সমস্ত আসবাবপত্র রূপারই হবে। আর দু’টি জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর আসবাবপত্র সবই হবে সোনার। ঐ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা, থাকবে শুধু তাঁর ‘কিবরিয়্যার আড়াল’ যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে আদনে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৭/২৩২, নাসাই ৪/৪১৯, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬)

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর ভীতি অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে। এ জন্যই এরপরে দানব ও মানবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : ‘সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত দু’টির গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে, উভয় জান্নাতই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, أَفْنَانٌ বলা হয় শাখা বা ডালকে। এগুলি বহু সংখ্যক রয়েছে এবং একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে।

ঐ জান্নাতদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দু’টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে ঐ উদ্যানগুলির গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন : অতএব হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, প্রস্রবণ দু’টির একটির নাম তাসনীম এবং অপরটির নাম সালসাবীল। (কুরতুবী ১৭/১৭৮) আতিইয়্যা (রহঃ) বলেন, এ দু’টি প্রস্রবণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হল স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং অপরটি হল সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবেনা। (কুরতুবী ১৭/১৭৮)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ** উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। বহু ফল রয়েছে যেগুলির আকৃতি তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ মোটেই পরিচিত নয়। কেননা তথাকার নি'আমাত না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবন আবান (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে শুনেছেন যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : দুনিয়ায় যত প্রকারের তিজ্জ ও মিষ্টি ফল আছে এগুলির সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও থাকবে। (কুরতুবী ১৭/১৭৯) তবে হ্যাঁ, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি এবং জান্নাতের ঐ জিনিসগুলির নামেতো মিল থাকবে বটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

৫৪। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।

৫৪. مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ  
بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى  
الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

৫৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৫৬। সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।

৫৬. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৭. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৫৮। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ;

৫৮. كَأَنَّهُنَّ آلِيَا قُوْثٌ وَالْمَرَّجَانُ

৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৫৯. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?	৬০. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ
৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৬১. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, শুইয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক। তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খাঁটি মোটা রেশমের তৈরী। তাহলে উপরটা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আস্তর বা আবরণ যদি এরূপ হয় তাহলে বাইরের অংশতো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রাহমাতের বহিঃপ্রকাশ ও নূর হবে। তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা থাকবে তা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এই জান্নাতের ফলগুলি জান্নাতীদের খুবই নিকটে থাকবে। যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে। শুইয়ে থাকুক অথবা বসে থাকুক, ডালগুলি নিজে নিজেই ঝুঁকে পড়বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৩)  
তিনি আরও বলেন :

وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلاً

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ১৪) সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।’

ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, ঐ জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়ত নয়না হুরেরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর কারও দিকে তাকাবেনা এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত থাকবে। এই জান্নাতী হুরীরাও তাদের এই মু'মিন স্বামীদের অপেক্ষা উত্তম আর কেহকেও পাবেনা। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুর তার জান্নাতী স্বামীকে বলবে : 'আল্লাহর শপথ! সমস্ত জান্নাতের মধ্যে আপনার চেয়ে সুদর্শণ আর কেহকে দেখিনি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তরে আর কারও জন্য ভালবাসা নেই যেমনটি আপনার প্রতি রয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

لَمْ يَطْمِثْهُمْ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ এই হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা হচ্ছে সম বয়স্কা, উচ্ছল, উজ্জীবিত, সতী-সাদ্বী নারী যাদের সাথে কারও কোনদিন মিলন ঘটেনি, তা মানব হোক কিংবা জিন হোক। এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করে যে, জিনেরাও জান্নাতে যাবে।

আরতাত ইব্ন মুনিযির (রহঃ) বলেন, যামরাহ ইব্ন হাবীবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় : 'মু'মিন জিনও কি জান্নাতে যাবে?' উত্তরে তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, মহিলা জিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানবী নারীর সাথে মানব পুরুষের বিয়ে হবে।' (তাবারী ২৩/৬৫) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর ঐ হুরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকূত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তাদেরকে খাঁটির (সচ্চরিত্র) দিক দিয়ে ইয়াকূতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন : গৌরব হিসাবে অথবা আলোচনা হিসাবে লোকদের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে, না নারীর সংখ্যা বেশি হবে? তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ উক্তি করেননি? তিনি বলেছেন : 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা



বিশিষ্ট। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দু'জন করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা গোশত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেহই স্ত্রীবিহীন থাকবেনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৭, ৪১৭; মুসলিম ৪/২১৭৮-২১৮০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন একজন মহিলা দুনিয়ায় উঁকি মারে তাহলে যমীন ও আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হবে। তাদের ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম।' (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী ৬/১৯) মহান আল্লাহ বলেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ إِلَّا الْإِحْسَانَ هَلْ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত কিছুও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬) যেহেতু এটা একটা খুব বড় নি'আমাত এবং যা প্রকৃতপক্ষে কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর পরই বলেন : সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে -	৬২. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ
৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	৬৩. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৪। ঘন সবুজ এ উদ্যানটি দু'টি।	৬৪. مُدَّهَامَّتَانِ

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٥. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৬। উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবন।	٦٦. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٧. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৮। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খজুর ও আনার।	٦٨. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ
৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٩. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭০। সেই সকলের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।	٧٠. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧١. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭২। তারা তাবুতে সুরক্ষিত হ্র।	٧٢. حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٣. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৪। তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।	٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	۷۵. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর।	۷۶. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرٍ حِسَانٍ
৭৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	۷۷. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৮। কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!	۷۸. تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এ আয়াতগুলিতে যে দু'টি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দু'টি জান্নাত ঐ দু'টি জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দু'টির বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসের বর্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত স্বর্ণের ও দু'টি জান্নাত রৌপ্যের। প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে ইয়ামীনের স্থান। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১) মোট কথা, এ দু'টির মান ঐ দু'টির তুলনায় কম। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, ঐ দু'টির গুণাবলীর বর্ণনা এ দু'টির পূর্বে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই ঐ দু'টির ফাযীলাতের বড় প্রমাণ। তারপর এখানে وَمِنْ دُونِهِمَا বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এ দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা নিম্নমানের। ওখানে ঐ দু'টির প্রশংসায় ذَوَاتَا বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা أَفْنَانٌ বলা হয়েছে مُدْهَمَّتَانِ ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন পানি প্রবাহের ফলে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করা। (দুররুল মানসুর ৭/৭১৫) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল সম্পূর্ণ সবুজাভ।

ঐ দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণের ব্যাপারে تَجْرِيَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবহমান দু'টি প্রস্রবণ। আর এই দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণ সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছলিত দু'টি প্রস্রবণ। আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, উচ্ছলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর।

এখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। আর এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দু'টিতে রয়েছে ফলমূল-খর্বুর ও আনার। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দু'টির শব্দগুলি সাধারণত্বের জন্য। ওটা প্রকারের দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর ফাযীলাত রাখে।

خَيْرَاتٍ এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায় অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী সতী-সাম্বী। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হুরেরা যে গান গাইবে, তাতে এও থাকবে : 'আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাম্বী। আমাদেরকে সম্মানিত স্বামীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (তাবারানী ৭/২৫৭) এই পূর্ণ হাদীসটি সূরা ওয়াকি'আহয় সত্ত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে এমন ধরণের তাবু দেয়া হবে যা হবে মনি-মুক্তার তৈরী এবং এর প্রশস্ততা হবে ৬০ মাইল। এর ভিতর মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রীরা থাকবে যাদের একজন অন্যজনকে দেখতে পাবেনা এবং মু'মিন ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১) ) অন্য বর্ণনায় তাঁবুটির প্রস্থ ত্রিশ মাইলের কথাও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করছেন : সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন : حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। এখানেও ঐ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল হুরেরা নিজেরাই তাদের চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু নীচু করানো হয়েছে। সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো এই দুয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই তাঁবুতে সুরক্ষিত।

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে যা খাঁটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

ওর প্রস্থ ষাট মাইল। ওর প্রত্যেক কোণায় জান্নাতীদের স্ত্রীরা রয়েছে যারা অন্য কোণার স্ত্রীদেরকে দেখতে পায়না। মু'মিনরা তাদের সকলের কাছে আসা যাওয়া করতে থাকবে।' (মুসলিম ৪/২১৮২) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

لَمْ يَطْمِئِنُّوْا اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (অর্থাৎ এই হুরদেরকে) ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর পূর্বে গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হুরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু বেশি আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তর্কিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : 'রাফ রাফ' অর্থ হচ্ছে গদিআটা আসনসমূহ। (তাবারী ২৩/৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে 'রাফ রাফ' এর অর্থ একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৮৪) আল আলা ইব্ন বাদ্র (রহঃ) বলেছেন, 'রাফ রাফ' হল চৌকির উপর সাজানো আসনসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন حَسَانٍ (সুন্দর গালিচার উপর) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবকারী' এর অর্থ হল অতি উন্নত মানের কার্পেট। (তাবারী ২৩/৮৫)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।' তিনি যুল-জালাল বা মহিমাম্বিত। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ তাঁর ইবাদাত করা হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবেনা। তাঁকে স্মরণ করা হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বয়স্ক মুসলিমকে সম্মান করা, শাসককে মেনে চলা এবং কুরআনের ঐ হাফিয়কে সম্মান করা যে কুরআন পাঠের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেনা (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ভুল অর্থ করেনা) এ বিষয়গুলি হল আল্লাহকে সম্মান করার সামিল। (আবু দাউদ ৫/১৭৪)

রাবীআহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর সাথে

লটকে যাও ।’ (আহমাদ ৪/১৭৭, নাসাঈ ৬/৪৭৯)

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবায় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত হতে সালাম ফিরানোর পর শুধু নিম্নের কালেমাগুলি পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি কল্যাণময়। (মুসলিম ৪১৪, আবু দাউদ ২/১৭৯, তিরমিযী ২/১৯২, নাসাঈ ৩/৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/২৯৮)

সূরা আর-রাহমান এর তাফসীর সমাপ্ত।